দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR 29 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যের তেমন কোন উন্নতি হয়নি

নাছিম উল আলম ॥ দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যের তেমন কোন উন্নতি হল না। প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে যে লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মরত, তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে অনেক রাজনীতি, আন্দোলন আর আশ্বাস শোনা গেলেও তাদের জীবন মান উন্নয়নের পদক্ষেপ বলতে গেলে এখনো সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ও আমলাদের মাঝে অনুপস্থিত। অথচ বর্তমান সরকারী দল বিরোধী দলে থাকার সময় এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সব আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে রুটি রুজির সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছে। তাদের আন্দোলনকে বেগবান করেছে। এমনকি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী আদায়ে রাজপথে নামতে হবে না বলেও তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেদল ক্ষমতায় গেলে ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী আদায়ের জন্য কাফন মিছিল ও আমরণ অনশনের মত চূড়ান্ত কর্মসূচী পালন করতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে আমরণ অনশন কর্মসূচী

(১০-এর পাতায় দেখুন)

লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যের তেমন কোন উন্নতি হয়নি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্থগিত করার পর দুই দফায় তারিখ পরিবর্তন করে গত বছর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে তাদের জন্য ন্যূনতম কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা দেন।

এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে যেসব শিক্ষকগণ বর্তমানে সরকারী তহবিল থেকে শতকরা ৭১ ভাগ অনুদান পাচ্ছেন, তারা আগামী ১ জুলাই থেকে ৮০ ভাগ অনুদান পাবেন। অনুরূপভাবে ৬২ ভাগ অনুদান প্রাপ্তগণ ১ জুলাই থেকে ৭০ ভাগ ও ৫০ ভাগ অনুদান প্রাপ্তগণ ৬০ ভাগ অনুদান পাবেন।

এর ফলে একজন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিমাসে সর্বসাকুল্যে দেড় হাজার টাকার মত মাসিক বেতন, অনুদান বা ভাতা যাই বলা হোক– তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকসমিতির অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফসল হিসেবে বর্তমান সরকার আমলে প্রভারভেদে শতকরা ৯, ৮ ও ১০ ভাগ অনুদান বৃদ্ধির এ ঘোষণা তাদের জীবন মান উন্নয়নে কোন মতেই যথেষ্ট নয়। এখনো দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট অবহেলিত। যেখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জন্য আলাদা বেতন স্কেল রয়েছে, সেখানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমস্কেল রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক, সেখানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বসাকুল্যে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত। যদিও ১শ'র অধিক ছাত্র-ছাত্রী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সম্প্রতি হয়েছে। তবুও তা হবে প্রতি ১শ' ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিমাসে আনুষংগিক খরচ বাবদ দেয়া হচ্ছে ন্যূনতম ১২ টাকা। কিন্তু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া হচ্ছে মাত্র ৩০ টাকা। অথচ দেশে বর্তমানে সরকারী ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রায় ৩০ হাজার। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক কোটি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

বিএনপি সরকার আমলেই এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রথমবারের মত সরকারী রাজস্ব খাত থেকে সরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলের শতকরা ৫০/৬২ ও ৭১ ভাগ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এর পর বহু আন্দোলন, দাবী আর ওয়াদার পাশাপাশি তাদের আন্দোলনকে বেগবান করা ও ক্ষমতায় গিয়ে সব দাবী মেটানোর ঘোষণার পরেও কিছুই হয়নি। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের রাস্তায়ই নামতে হয়েছে বারে বারে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি সামসুল আলম ইনকিলাবকে জানান, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন মান উন্নয়নে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত আছে। আমরা শিক্ষকগণের সার্বিক সহযোগিতায় এ পর্যন্ত যতটুকু দাবী আদায় করতে পেরেছি, তা যথেষ্ট নয়। তিনি দুঃখের সাথে বলেন, এদেশের মানুষ পড়ার প্রাথমিক কারিগর বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের পরিবার-পরিজন এখনো অভুক্ত। আমরা আশা করি সরকার আমাদের সমস্যা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনি বলেন, সরকার নিশ্চয়ই এদেশের পেশাজীবী ও শ্রমজীবীদের কথা ভাবেন। তাই সংগত কারণেই আমরা আশা করি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের কথাও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী আদায়ে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সব সময়ই প্রস্তুত বলে তিনি উল্লেখ করেন। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ভবিষ্যতে যেকোন আন্দোলনের জন্য তিনি সকলকে প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়েছেন।